ইত্তেফাক

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ৩/২ কলাম ...৩.....

০৬ ৯৯

কেন্দুয়ায় শিক্ষক নিয়োগে

পুশ্ আর ঘুষ তাতেই দিল খুশ

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) থেকে সংবাদদাতা ॥ কেন্দুয়া-উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও এতে জড়িত। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। এমনকি পদ খালি থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। জানা গেছে, এ উপজেলার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় উৎকোচের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি এই প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। কারণ হিসেবে জানা যায়, সরকার অচিরেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার একটি নতুন নীতিমালা তৈরি করবে। নতুন নীতিমালায় শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণ সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে। এই খবর প্রচার হওয়ার পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা টাকার বিনিময়ে তাদের পছন্দসই লোককে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিচ্ছে। এর সঙ্গে অবশ্য স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের নেতারাও জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তারা প্রভাব বিস্তার করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজেদের পছন্দের মানুষকে চাকরি দেয়ার চেষ্টা করছে। কেন্দুয়া উপজেলার পারভিন সিরাজ মহিলা কলেজে এভাবে নিয়মনীতি লংঘন করে অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে এক অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রতি শিক্ষক পদে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের কাছ থেকে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা করে ডোনেশন নিয়ে চাকরি দিয়েছে।

একইভাবে প্রস্তাবিত উপজেলার আতিক রহমান গার্লস একাডেমিতে শিক্ষক নিয়োগে উৎকোচের গন্ধ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, ২৬ জুলাই নিয়োগ বোর্ডের সামনে সে সকল প্রার্থী সাক্ষাৎকার দিতে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া কেন্দুয়া সাবেরুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এভাবে নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।